ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 883-890
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.302

রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-বিশ্বে জোনা গেল: এক মার্কিন লেখিকার অজানা তথ্য

ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, গলসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Overall, five times Rabindranath Tagore had visited Amarica:1912-13, 1916-17, 1920-21, 1929 and 1930. His maiden visitation was an allied journey with his son Rathindranath Tagore and daughtet-in-law Pratima Devi. The second one, i.e. in 1916, proved to be an odyssey. Tagore's personal acquaintance with Zona Gale (1874-1938) in the house of Harriet Moodie stood out to be a less acclaimed, yet an important chapter in Tagore's life story. Zona Gale, a prominent American feminist writer and a Pulitzer Prize winner, already came across some of the renderings of *The Gitanjali*, and it certainly made her curious and respectful for this Asian stalwart. Importantly, this visitation was brought to light for the first time by Amalendu Bagchi in a well-known Bengali journal *Desh*. However, in the biographies of Tagore, this is almost unsung. This paper/essay thus attempts to focus on Tagore's encounter with Gale as a significant landmark in both the persons' life. It also seeks to put forward the liberal minded Gale's noble character and feministic views. For Tagore, he not only drew interest in her as mere a Pulitzer Prize winner, but also for her deep diving perspective on humanity and civilization. It may be seen a cultural encounter between two different epoch-making personalities, how often alike they think, alike they work. With a brief introduction to their life, this paper also will bring to attention the efficacy of their meetings, conversations etcetera. And under this light, it will also be an important addition to Rabindra scholarship.

Keywords: Rabindra Scholarship, Rabindrik Impression, Liason, Zona Gale, Feminism

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরে বিশেষভাবে পরিচিত হন বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপক জোনা গেল (১৮৭৪-১৯৩৮)-এর সঙ্গে। তবে পরিচয়টি সরাসরি হয়নি। আর এক বিখ্যাত লেখিকা হ্যারিয়েট মুডির মধ্য দিয়ে কবির ও জোনা গেলের সাক্ষাৎ হয়। তার আগে জানা প্রয়োজন জোনা গেল সম্পর্কে। আমেরিকার উইসকনসিন রাজ্যের পোর্টেজ শহরে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে আগস্ট জোনা গেল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চার্লস ও এলিজা গেল-এর একমাত্র কন্যা। ১৮৯৫ সালে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। পরবর্তীকালে তিনি সাংবাদিক হিসেবে 'ইভনিং উইসকনসিন' পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালে ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডিগ্রি লাভ করেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিজেন্ট' সদস্য ছিলেন (প্রথম মহিলা সদস্য)। ৪৪ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন উইলিয়াম ব্রিস-কে। উইলিয়ামের দ্বিতীয় বিবাহ এটি। এই বিবাহের সময় উইলিয়ামের

একটি দত্তক কন্যা ছিল, নাম জুলিয়েট। ৫৩ বছর বয়সে জোনা তিন বছরের মেয়ে লেসলিনকে দত্তক নেন। ১৯৩৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শিকাগোর একটি চিকিৎসালয়ে জোনা পরলোকগমন করেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ডায়েরি লিখতে ভালবাসতেন। মাত্র বারো বছর বয়সে 'আ হোয়াইট ডাভ' গল্প লেখেন। যদিও এই গল্পটি একটি পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে ফেরত আসে। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রোমান্স আইল্যান্ড'। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় 'ফ্রেন্ডশিপ ভিলেজ' নামে একটি গল্প সংকলন। ১৯০৯ সালে নিউইয়র্কের 'ইভনিং ওয়ার্ল্ড'[১] পত্রিকায় পুনরায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে বসবাসের সময় বিখ্যাত কবি রিজলি টরেন্স-এর সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই প্রেম মাত্র দু'বছর স্থায়ী হলেও জোনার জীবনে ও মননে দারুণভাবে রেখাপাত করে। ১৯১০ সালে একটি প্রতিযোগিতায় সেরা ছোটগল্পকার হিসেবে ২০০০ ডলার পুরস্কার জেতেন। তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'মিস লুলু বেট' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। তিনি ওই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন ১৯২১-এ এবং এই বছরই তিনি আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার পুলিৎজার লাভ করেন। মহিলা নাট্যকার হিসেবে প্রথম তিনি এই পুরস্কার পান। জোনার লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ১৩, ছোটগল্প সংকলন ৯টি। এছাড়াও তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। লিখেছেন সাতটি নাটক ও একটি জীবনচরিত। যেমন 'বার্থ', 'ফেন্ট পারফিউম' এবং 'পাপা লা ফ্লুর' (তিনটিই উপন্যাস), 'ফ্রেন্ডশিপ ভিলেজ', 'ব্রাইডাল পন্ড' (ছোটগল্প সংকলন) এবং নাটক 'মিস লুলু বেট' জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জোনা গেল সাহিত্যচর্চা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন। যেমন মহিলা ভোটাধিকার, মৃত্যুদণ্ড বিরোধিতা, বিশ্বশান্তি, বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ প্রভৃতি। তাঁর লেখায় মহিলাদের সমান অধিকারের অভাবজনিত নৈরাশ্যের কথা সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। জোনা গেল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি নাম এসে যায়, তিনি হলেন হ্যারিয়েট মুডি। এডমণ্ড স্টেডম্যান ছিলেন নিউইয়র্কের একজন সুপরিচিত সাহিত্যপ্রেমী। তাঁর বাড়িতে প্রতি রবিবার একটি সাহিত্যসভা বসত। এটি ১৯০২ সালের কথা। সেই সময় জোনা ছিলেন এডমণ্ডের সেক্রেটারি। এডমণ্ডের সাহিত্য সভায় অনেক কবি ও সাহিত্যিক আসতেন। যেমন কবি ভন উইলিয়ম মুডি (হ্যারিয়েট মুডির স্বামী), রিজলি টরেন্স, হ্যারিয়েট মনরো, রিচার্ড লে গ্যালিয়েন প্রমুখ। এই সাহিত্যসভাতেই জোনার সাথে পরিচয় হয় রিজলি টরেন্সের। পরিচয়ের গভীরতা রূপ নেয় প্রণয়ে। ১৯০৪ এর এপ্রিলে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন ঠিক হয়। এমন সময় রিজলি টরেন্স এক বন্ধু মারফত সংবাদ পান যে জোনার সঙ্গে রিচার্ড লে গ্যালিয়েনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা একে অপরের সাথে প্রায়শই দেখাও করেন। জোনার এই ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন রিজলি কেননা জোনা রিজলিকে এই পরিচয়ের গভীরতা সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। জোনা রিজলিকে বলেন, তিনি রিচার্ডের গুণমুগ্ধ হলেও তাঁদের মধ্যে কোন প্রণয় সম্পর্ক ছিল না। একসময় পত্রিকা দপ্তরে কাজ করতে করতে তিনি একঘেঁয়েমি ও একাকীত্বে ভুগতেন এবং সেই একাকীত্ব কাটাতে তিনি মাঝে মধ্যে তিনি রিচার্ডের সাথে দেখা করতেন। এই সাক্ষাৎগুলি ছিল নেহাৎই সৌজন্য ও বন্ধুত্বমূলক। জোনার এই বক্তব্য মানতে পারেন নি রিজলি। ফলে তাঁদের মধ্যে ঘটে যায় বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ বেদনা জোনা আজীবন ভুলতে পারেন নি। এরপর তিনি চলে আসেন তাঁর পোর্টেজের বাড়িতে এবং বাকি জীবন নিজের বাড়িতেই কাটিয়ে দেন। এই বিচ্ছেদের ১০ বছর পর রিজলি অলিভিয়া হাওয়ার্ড ডানবার-কে বিবাহ করেন।

[১] একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র যা নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রকাশিত হত। ১৮৮৭-১৯৩৮ পর্যন্ত ছিল এই পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল।

জোনা আঠারো বছর পরে ১৯২২ সালে পোর্টেজের জনৈক ব্যবসায়ী পূর্বপরিচিত উইলিয়ম ব্রিস-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০২ থেকে শুরু করে জোনা রিজলিকে ১৫০টি চিঠি লেখেন, যার মধ্যে বেশ কিছু চিঠি ১৯০৪ সালে লেখা। তবে চিঠিগুলো শুধুমাত্র প্রেমপত্র নয়, সেখানে আলোচিত হয়েছে সাহিত্যদর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি। ১৯২৪ সালের একটি চিঠিতে জোনা রিজলিকে লিখেছেন, 'আশা করি আমরা পরের জন্মে আবার প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে জন্ম নেব'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হ্যারিয়েট মুডির পরিচয় হয় হ্যারিয়েট মনরোর মধ্যস্থতায়। হ্যারিয়েট মনরো ছিলেন 'পোয়েট্রি'[২] পত্রিকার সম্পাদিকা। এই পত্রিকায় ১৯১২-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার এটিই প্রথম প্রকাশন। রবীন্দ্রনাথ মনরোকে এই পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যাটি পাঠাতে অনুরোধ করে একটি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ আরবানা শহরে আছেন জেনে মনরো কবিকে শিকাগো আসতে অনুরোধ করেন। অপরদিকে কবি-পরিবারের বাসস্থানের সন্ধানে তিনি বিশেষ বন্ধু হ্যারিয়েট মুডিকে অনুরোধ জানান কবিকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য। মুডি তাতে সম্মতি দেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'On the Edges of Time' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করতে আসেন তখন মুডির সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং মুডি অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে তাঁদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করেন। পরবর্তীকালে এই পরিচয় চিরকালীন বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুডির যখন পরিচয় হয় তখন তিনি ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স প্রচারিত অতীন্দ্রিয়বাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক মতবাদ ও কবিতা মুডিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কবির প্রভাব তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোনার সাক্ষাৎকারের বিষয়টিতে আজ পর্যন্ত কেউই সেভাবে আলোকপাত করেননি; এমনকি রবীন্দ্র-জীবনীকারের লেখাতেও সম্ভবত পাওয়া যায় না। এই দুই স্রষ্টার পরিচয়ের সূত্রধর হলেন হ্যারিয়েট মুডি। খুব কম বয়স থেকেই জোনা অতীন্দ্রিয়বাদের দ্বারা প্রাণিত হন। এলভিন আন্ডারহিলের লেখা 'মিস্টিসিজম' বইটি পড়ে জোনা ভগবদগীতা সম্পর্কে জানতে পারেন ও বইটি পড়েও ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনোভাব মুডির মনের বিচলিতভাব দূর করে সঠিকভাবে আধ্যাত্মিকতা অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিল। রিজলির সঙ্গে মুডির পরিচয় বহুদিনের। ১৯১৩ সালের রবীন্দ্রনাথ যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যান, তখন রেজলি নিউইয়র্ক থেকে ওই দলে যোগ দেন। জোনার সাথে রিজলির বিচ্ছেদ ও পরবর্তীকালে জোনা যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তা নিশ্চয়ই মুডি জানতেন। ফলে বহুদিনের পরিচিত ভগ্নহৃদয়বান্ধবী জোনার জীবনের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে শান্তি আনার প্রয়াস করেছিলেন মুডি। জোনাকে উপহার দেওয়া রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা এই সাক্ষাৎকারের সাক্ষী বলা যেতে পারে। কবিতাটি হল -

To miss Zona Gale

I lived on the shady side of the road,
And watched my neighbours' gardens
across the way revelling in the sunshine.
I went with hunger in my heart

[২] ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্যিক পত্রিকা। শিকাগো শহর থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিকরা লিখতেন। যেমন – এজরা পাউণ্ড, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, টি.এস.এলিয়ট প্রমুখ।

The more they gave me from their careless abundance
The more I become aware of my beggar's bowl
Till one morning I awoke from my sleep
at the sudden opening on my door.
and you came and asked for alms
In despair I broke the lid of my chest open–
and was startled into finding my own wealth.
Rabindranath Tagore
Dec. 31, 1916

কবিতাটির সঙ্গে 'কৃপণ' কবিতার সাদৃশ্য আছে। ১৯১৬ সালে মুডির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সাথে জোনার সাক্ষাৎ হয়। এই আলাপচারিতা জোনাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিভিন্ন লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব স্পষ্ট। জোনার জীবনী লেখেন দু'জন মানুষ অগাস্ট ডারলেথ এবং জন হোমস। এঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জোনার লেখায় আধ্যাত্মিকতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একটা সময় তা অতিমাত্রায় চলে যায়। জন মনে করতেন জোনার রচনা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত- এক, ভাবপ্রবণ দুই, বাস্তবতা তিন, অতীন্দ্রিয় বা চতুর্থ মাত্রা (Fourth Dimension) ভয়ঙ্করভাবে গ্রাস করে ফেলে। জোনা মনে করতেন তারামণ্ডলের ওপারে চেতনার আবাস তাকে ভগবান বা মহাজাগতিক ব্যক্তি যেভাবেই ভাবা হোক না কেন। পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত বইতে তিনি লিখতেন জীবন বলতে আমাদের যা বিশ্বাস এটি তার থেকেও বেশি কিছু। জোনার নিজস্ব কিছু সংগ্রহ রয়েছে পোর্টেজের ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়। তার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদ, Nationalism, Reminiscences ইত্যাদি বইগুলি ছিল। বইগুলি তিনি কোন বন্ধু মারফত আনাতেন। গীতাঞ্জলি বইটি পাঠানোর তারিখ ১৯১৪, ২৪শে মে। ফলে অনুমান করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের আগেই তিনি গীতাঞ্জলি পড়ে ফেলেছিলেন। 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'- এই মনোভাবে আজীবন তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সেই সূত্রে উইসকনসিন এর টুমা শহরের ফ্রাঙ্ক মিলারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ফ্রাঙ্ক ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড শহরে 'মিশন ইন' নামে একটি সুন্দর পান্থনিবাস করেছিলেন। এই পান্থনিবাসে দেশে-বিদেশের অনেক বিখ্যাত মানুষেরা আসতেন। যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট, হেনরি ফোর্ড, জাপানের রাজপুত্র কায়া প্রমুখ অনেকেই থেকেছেন এই পান্থনিবাসে। জোনার লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে, কবিতাটি হল-

We live in this world when we love it
Let the dead have the immortality of fame,
But the living the immortality of love.

I have seen the as the half-awakened child
sees his mother in the dusk of the dawn
And then smiles and sleeps again.

I shall die again and again to know that
life is inexhaustible.

While I was passing with the crowd in the road
I saw the smile from the balcony and I sang and forget all noise
Love is life in its fullness like the cup with its wine.
They light their own lamps and sing their own words
in their temples. But the birds sing thy name
in thine own morning light - for thy name is Joy.

জোনা উল্লেখ করেছেন এই কবিতাটি পান্থনিবাসে বসেই লেখা। রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি কবিতার মধ্যে জোনাকে লেখা কবিতাটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত কবির 'Lovers Gift and Crossing' (১৯১৮) কাব্যগ্রন্থের Crossing বিভাগের মুদ্রিত ৪৭ সংখ্যক কবিতাটি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ জোনাকে লিখেছেন পরবর্তীকালে পাঠ পরিমার্জন করে কাব্যগ্রন্থে যুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনব দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রজ্ঞা জোনাকে মুগ্ধ করে। সম্ভবত এই কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অচিরেই তা ফলপ্রসূ হয়। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ও আধ্যাত্মিকতার সরল ব্যাখ্যা জোনাকে প্রচণ্ডভাবে মোহিত করে। জোনার জীবন, চিন্তা, ভাবনা অনুধ্যানের বিরাট রূপান্তর ঘটে যায় রবীন্দ্র-সহচর্যে। ম্যাডিসন, উইসকনসিন-এর একটি রেডিও অনুষ্ঠানে জোনা গেল-এর জীবনী নিয়ে আলোচনার সময় ফোর্ট অ্যাটকিনসন-এর শিক্ষিকা ন্যান্সি ব্রিটস্প্রেশার উল্লেখ করেন জোনা গেল-এর সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। এই সম্প্রচার শুনেই অমলেন্দু বাগচী মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটস্প্রেশার মহাশয়ার সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথের সাথে জোনার সাক্ষাৎকারের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন। এর আগে কোন রবীন্দ্র গবেষক বা জীবনীকারের কাছে উক্ত বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল। অবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্র পরিচয়-বিশ্বে অনেক বিদেশিনীর ভিড়, সেই ভিড়ে জোনা গেল-কে রবীন্দ্র-অনুরাগী হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

'She Loved Small Town Life . . .'

Death Claims Zona Gale Breese, Wisconsin Writer, Civic Leader

Home Given to Portage League

ZONA GALE

'Friendship Village'
(An Excerpt)
By ZONA GALE

vs Index
oday:

On The Inside:
'Little TVA' Looms in Nebraska
Dairy Group Starts Advertising Drive
Medical Profession Blamed for Syphilis
U. W. Perfects New Vitamin D Machine

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Chakrabarty, Dipesh: Friendships in the Shadow of Empire: Tagore's Reception in Chicago, circa 1913–1932. Modern Asian Studies, SEPTEMBER 2014, Vol. 48, No. 5 (SEPTEMBER 2014), pp. 1161-1187. Cambridge University Press.
2. Derleth, August– Still Small Voice: The Biography of Zona Gale, New York, D-Appleton Century Company (1940)
3. Dunbar, Olivia Howard – A House in Chicago, Chicago: University of Chicago Press (1940)
4. Hay, Stephen N. "Rabindranath Tagore in America." *American Quarterly*, vol. 14, no. 3, 1962, pp. 439–63. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2710456. Accessed 21 Mar. 2026.
5. Hay, Stephen N. *An Artist in Life: A Commentary on the Life and Works of Rabindranath Tagore.; Passage to America: The Reception of Rabindranath Tagore in the United*by

Niharranjan Ray and Sujit Mukherjee. *The Journal of Asian Studies*, vol. 29, no. 4, 1970, pp. 972–74. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2943151. Accessed 21 Mar. 2026.

6. Hurwitz, Harold M. "Ezra Pound and Rabindranath Tagore." *American Literature*, vol. 36, no. 1, 1964, pp. 53–63. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2923500. Accessed 21 Mar. 2026.
7. Hurwitz, Harold M. "Yeats and Tagore." *Comparative Literature*, vol. 16, no. 1, 1964, pp. 55–64. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/1769883. Accessed 21 Mar. 2026.
8. Lahiri, Madhumita. "The Global Anglophone: Rabindranath Tagore's Gitanjali." *Imperfect Solidarities: Tagore, Gandhi, Du Bois, and the Global Anglophone*, Northwestern University Press, 2021, pp. 21–64. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/j.ctv17z84jm.7. Accessed 21 Mar. 2026.
9. Mohua, Mafruha. "'A Miserable Attenuation': T. S. Eliot, Rabindranath Tagore and Irving Babbitt." *The Edinburgh Companion to Modernism, Myth and Religion*, edited by Suzanne Hobson and Andrew Radford, Edinburgh University Press, 2023, pp. 441–56. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctv32vqkks.32. Accessed 21 Mar. 2026.
10. Quayum, Mohammad A. "Imagining 'One World': Rabindranath Tagore's Critique of Nationalism." *Interdisciplinary Literary Studies*, vol. 7, no. 2, 2006, pp. 33–52. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/41209941. Accessed 21 Mar. 2026.
11. Saha, Poulomi. "Singing Bengal into a Nation: Tagore the Colonial Cosmopolitan?" *Journal of Modern Literature*, vol. 36, no. 2, 2013, pp. 1–24. *JSTOR*, https://doi.org/10.2979/jmodelite.36.2.1. Accessed 21 Mar. 2026.
12. SIRCAR, KALYAN. "A Neo-Orientalist Appropriation of Tagore." *India International Centre Quarterly*, vol. 24, no. 4, 1997, pp. 44–56. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/23002293. Accessed 21 Mar. 2026.
13. Tagore, Rathindranath– On the Edges of Time, Connecticut: Greenhouse Pressmn (1978)
14. Williams, Louise Blakeney. "Overcoming the 'Contagion of Mimicry': The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats." *The American Historical Review*, vol. 112, no. 1, 2007, pp. 69–100. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/4136007. Accessed 21 Mar. 2026.
15. পাল, প্রশান্তকুমার – রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
    দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।
    তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪।
    চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।
    পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।
    ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
    সপ্তম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
    অষ্টম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।
    নবম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
16. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার – সাহিত্যবিবেক,দে'জ,১৯৮৯।
17. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার – রবীন্দ্রজীবনী ১-৪, বিশ্বভারতী, ১৪০১,১৪০৬,১৪০৬,১৪০১।
18. মজুমদার, নেপাল – জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, দে'জ ১৯৯৫।
19. সরকার, কল্যাণকুমার – রবীন্দ্রমননে মার্কসীয় দর্শন, বর্ণালী, ১৯৮৭।

পত্রিকা:

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা– অন্য রবীন্দ্রনাথ – প্রাক্ শারদ/১৪১৭ – সম্পাদনা – ভৌমিক, তাপস।

২. কোরক– ভারতে ও বহির্ভারতে রবীন্দ্রনাথ – শারদ/১৪১৭ – সম্পাদনা – ভৌমিক, তাপস।

৩. কোরক– রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব – জানুয়ারি/২০১১, সম্পাদনা – ভৌমিক, তাপস।

৪. দেশ– (১৯৯১–২০১০ পর্যন্ত রবীন্দ্র বিষয়ক সংখ্যাগুলি)

৫. দেশ - জানুয়ারি ১৯৯১, এপ্রিল ১৯৯২, এপ্রিল ১৯৯৩, ডিসেম্বর ১৯৯৪, ২৭ মে ২০০০, ১৭ মার্চ ২০০৪, নভেম্বর ২০০৯ – এপ্রিল ২০১০ ইত্যাদি প্রায় সমস্ত সংখ্যা।

৬. দেশ, শারদীয় – ১৪০৪, ১৪০৭, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১৫ ইত্যাদি।

৭. নীললোহিত – রবীন্দ্রসংখ্যা/২০০৯ – ২০১০, সম্পাদনা – চট্টোপাধ্যায়, সাধন ।

৮. পশ্চিমবঙ্গ – রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা /১৩৯৪, ১৩৯৮, ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৬, ১৪০৭, ১৪০৮, ১৪০৯, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, সার্ধশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা/ ২০১০, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ইংরেজি গ্রন্থ :

1. Basu, Manjula (ed.) – Centenary Volume of L. K. Elmhirst (1873-1993), Tagore Research Institute, 1994
2. Bhattacharya, Sabyasachi, ed. - The Mahatma and the Poet: Letters and Debates between Gandhi and Tagore, 1915-1941. New Delhi: National Book Trust, 1997.
3. Chakrabarti, M. - Tagore and education for social change. New Delhi: Gian Publishing House, 1993
4. Chakrabarti, B. - Concepts of community information service in the West and in India. In S.K. Sen and others (Eds.), Politics culture and society: Collection of essays in memory of S M Ganguly, Kolkata: New Age, 2005
5. Das, C. M. - The philosophy of Rabindranath Tagore: His social, political, religious and educational views. New Delhi: Deep and Deep, 1996
6. Dasgupta, Uma – Santiniketan and Sriniketan, Visva-Bharati, 1998
7. Dutta, Krishna, Andrew Robinson (eds.), Selected Letters of Rabindranath Tagore, New Delhi: Cambridge University Press, 26 june, 1997
8. Kathleen O'Connell, Rabindranath Tagore: The Poet as Educator, Kolkata: Visva-Bharati, 2002
9. Roy, N.- Tagore's thought on rural reconstruction and role of village development societies. New Delhi, Abhijeet Publishers, 2008
10. Ray, Mohit.K (Edited) - Studies on Rabindranath Tagore, New Delhi, Atlantic, Latest Edition, 1 January 2004
11. Thompson, E. P., Alien Homage: Edward Thompson and Rabindranath Tagore, Delhi: Oxford University Press, 1993
12. Fraser, Bashabi (ed) – Tagore-Geddes Correspondence, Visva-Bharati, 2004
13. Siksha-Satra – The Platinum Jubliee Celebrations of Siksha-Satra, Vol.1. Visva-Bharati, 1998
14. Tagore by Fireside; Maitraye Devi,Translated and adapted by the author from her Bangla work Mungpu-te Rabindranath; Rupa & Co.; New Delhi; 2002
15. Weber, Jacques – Les Relations entre la France et l'Inde de 1673 a nos jours. 2001, Paris.

e–Source:

1. www.tagoreweb.in
2. www.bichitra.jdvu.ac.in
3. www.tagorecentreiccr.org
4. www.tagoresociety.in
5. www.rabindrasangeet.org
6. https://www.ijhsss.com
7. https://bn.m.wikisource.org
8. www.newsnviewsbd.com
9. www.abasar.net
10. https://blog.bdnews24.com
11. www.sahityaangan.com
12. https://rabindra-rachanabali.nltr.org
13. https://m.dailyinqilab.com
14. https://bn.m.wikipedia.org